বৈশাখী মেলাঃ একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা!

মহুয়া হক

বঙ্গবন্ধু পরিষদ অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, আমার স্বামী প্রয়াত উজ্জ্বল হক যদি স্বর্গ থেকে নেমে এসে গত ২১শে এপ্রিল অলিম্পিক পার্কের বৈশাখী মেলা দেখতে পারতেন তবে দুঃখে আতঙ্কে বিষাদে হতভম্ব হয়ে যেতেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরী সেই সুন্দর বৈশাখী মেলার কি করুণ পরিনতি। মেলার দিক থেকে অত্যন্ত সফল কিন্তু বঙ্গবন্ধু পরিষদের ভেতরে যে নোংরামি ও দলাদলির জন্ম হয়েছে তা ভাবতে গেলে লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায়। তাহলে খুলেই বলি -

বৈশাখী মেলার ৬ মাস আগে সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক সাহেবকে জানালাম এবারের মেলায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে চাই, এপার এবং ওপারের বাঙালিদের নিয়ে। ঠিক যেভাবে উজ্জল বৈশাখী মেলা শুরু করেছিল এবং তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। রাজ্জাক সাহেব খুশি হয়ে বললেন, অবশ্যই, এই পরিষদে আপনার একটা আলাদা স্থান আছে। উজ্জল ভাইয়ের তৈরী এই বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং বৈশাখী মেলা। আমি তাঁর কাছে দেড় ঘণ্টা সময়ের একটা অনুষ্ঠান করবার ইচ্ছে জানালাম। তিনি বললেন, না, ১ঘন্টার মধ্যে করুন। আমি রাজী হলাম। তারপর মেলার দুই মাস আগে তাঁর সাথে টেলিফোনে কথা বললাম, সব ঠিক আছে তো? এবং আরো বললাম আমাকে সময় দিতে হবে বিকেল ৫টার পর। তিনি বললেন কোন চিন্তা করবেন না। আপনার কথা কমিটির মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে। আপনি অনুষ্ঠান করবেন শুনে আপনার কথা মত সময়ই আপনাকে দেয়া হবে। আমি আবার পরের সপ্তাহে ফোন করি। তাঁকে না পেয়ে ম্যাসেজ রাখি। কিন্তু তিনি ফোন ব্যাক করেননি। যাইহোক যখন তাকে বললাম (অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে তাকে পাওয়া যায়) অনুষ্ঠানের সঠিক সময়টা আমাকে জানাতে - তখন একই কথা বললেন, কোন চিন্তা করবেন না।

বৈশাখী মেলার এক সপ্তাহ আগে আমার এক বন্ধু আমাকে ফোন করে বললো, ইন্টারনেটে দেখলাম বিজ্ঞাপনে আপনার অনুষ্ঠানের নাম নেই। আমি সাথে সাথে রাজ্জাক সাহেবকে ফোন করলাম। তিনি বললেন হ্যাঁ একটা ভুল হয়ে গেছে। শেখ শামীমকে ফোন করলাম। সে বললো, রাজ্জাক ভাই তো এক সপ্তাহ আগে আমাদের বলেছে আপনি অনুষ্ঠান করবেন। ফয়সল নামে একটি ছেলের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সে তো আপনাকে চেনে না তাই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। আমার প্রশ্ন ফয়সল না চিনুক অন্য সবাই তো আমাকে চেনে। যাইহোক আমি জানতে চাইলাম আমার অনুষ্ঠানের সময় সূচী। সে বললো বোধ হয় বিকাল ৩টায়। বলে কি? শিল্পীরা অনেকেই শনিবারে কাজ করে তাই ৫টার আগে তারা মেলায় আসতে পারবে না। শামীম তখন বললো, আগামী কাল সে সঠিক সময় জানাবে। কিন্তু শেখ শামীম ফোন করেনি। আমিই ফোন করলাম। তখন সে জানালো আপনাকে সাড়ে পাঁচটায় সময় দেয়া হলো কিন্তু আধঘন্টার জন্য। বললো অনেক কষ্টে এই সময়টা বের করা হয়েছে। আমি মন খারাপ করাতে সে বললো আরো পাঁচ মিনিট সময় আমার নিজের থেকে দিলাম। আপনি ৩৫মিনিটে অনুষ্ঠান শেষ করবেন।

অনুষ্ঠানের দিন বিকেলে মাঠে গিয়ে ফয়সল ছেলেটিকে খুঁজে বের করলাম। সে আমাকে দেখেই বললো, এই যে মহুয়া আনটি আপনাকেই খুঁজছি। জিজ্ঞাসা করলাম আমাকে তুমি

চেন? ও বললো, অবশ্যই চিনি। তারপর আমাকে বললো ঠিক ৫:৩০টার সময় আপনার অনুষ্ঠান আরম্ভ এবং আধা ঘন্টার মধ্যে শেষ করতে হবে। আমি বললাম শামীম বলেছে ৩৫মিনিট। আমার শিল্পীদের সাথে কথা বলে গান অনেক বাদ দিলাম। শুধু একটি নাচ আর কলকাতার বাঙালি স্মৃতিশ আর শর্মিলার (স্বামী-স্ত্রী) একটা কমিক রাখলাম। দেখলাম ৩৫ মিনিটের মধ্যে আমরা শেষ করতে পারবো।

সাড়ে পাঁচটার সময় ফয়সল এসে বললো আমাদের সময় একটু ঝুলে গেছে আপনি সোয়া ছয়টায় শুরু করবেন। কিছুক্ষন পরে বললো সাড়ে ছয়টায়; তারপর বললো রাত ৮টায় করলে আপনাকে আধাঘন্টার বেশী সময় দেব। ওর উদ্দেশ্য সুবিধাজনক মনে না হওয়ায় পলা (আমার বৌমা) বললো না, ঠিক আছে আমরা সাড়ে ছয়টার সময়ই করবো। শিল্পীরা সবাই সাড়ে ছয়টায় স্টেজের পেছনে এসে দাঁড়ালো। অনুষ্ঠান শুরু করলাম পৌনে সাতটায়। কোরাস গানের পর মিতুল রবীন্দ্রসঙ্গীত শুরু করতেই মাইকের সমস্যা দেখা দিল। মাইক ঠিক করার পর মেয়েদের গান, কমিক, নাচ এবং নাসিম হোসেনের গান। এর মধ্যে ফয়সল এসে আমাকে বললো এখন নাচ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করে ফেলুন। ও গিয়ে যারা কমিক করার জন্য মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাদের বললো, আমাদের আর সময় নেই আপনারা কমিক করতে পারবেন না।

স্টেজ থেকে নেমে আসুন। কি লজ্জা! অপমানে মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল। সম্ভব হলে তাই করতাম। তখনও নাসিমের গান বাকী। ফয়সল দৌড়ে গিয়ে নাচের মিউজিক চালিয়ে দিলো। নাচ চলছে, আমি দৌড়ে গিয়ে শামীমকে বললাম ৩৫ মিনিটের এখনো অনেক সময় আছে। নাসিমের গান বাকী। শামীম বললো, বাদ দিন ও বি এন পি করে। ইতিমধ্যে চুন্নু বললো আপনি অনুষ্ঠান শেষ না করে স্টেজ থেকে নামবেন না। আমি দৌড়ে গিয়ে নাসিমকে বললাম নাচের পরেই তোমার গান। নাসিম গান শুরু করতেই ফয়সল দৌড়ে গিয়ে মাইক বন্ধ করে দিলো। বাধ্য হয়ে নাসিমকে নেমে আসতে হলো মঞ্চ থেকে। এই হলো বঙ্গবন্ধু পরিষদে আমার বিশেষ স্থানের নমুনা! আমি রুহুল চৌধুরীকে ফোনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমার অনুষ্ঠানের কথা আপনাদের কমিটি কখন জেনেছে। তিনি জানালেন, এক মাস আগে থেকে আমরা জানি আপনি অনুষ্ঠান করবেন এবং কাদের নিয়ে করবেন। তাহলে আমার প্রশ্ন হলো এই ভাবে এতগুলো গুনী শিল্পীকে অপদস্থ করার অর্থ কি? এই কি আমাদের সংস্কৃতি! এই সংস্কৃতি দেখানোর জন্য কি এই মেলা!